Kumudini Bulletin

January-August 2020

কুমুদিনী বুলেটিন

জানুয়ারি - আগস্ট ২০২০

কোভিড-১৯ ও সাধারণ ছুটি
কুমুদিনী হাসপাতালের টেলিমেডিসিন সেবা

Kumudini Hospital arranged Press Conference before launching free Telemedicine Services.

গত এপ্রিল থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আতংকে সাধারণ রোগীরা হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে আসছিলেন না। এমনকী স্বাস্থ্যগত জরুরী পরিস্থিতিতেও। এদিকে দেশব্যাপী সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির প্রেক্ষিতে গণপরিবহন ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ রোগীরা শত প্রয়োজনেও হাসপাতালে যেতে পারেননি। এমন পরিস্থিতিতে কুমুদিনী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় রোগীদের বিনামূল্যে টেলিমেডিসিন সেবাদানের সিদ্ধান্ত নেন।

উল্লেখ্য, ১ হাজার ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুমুদিনী হাসপাতালের বহির্বিভাগে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিদিন গড়ে দেড় থেকে দুই হাজার রোগী চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। আর ইনডোরে ভর্তি থাকে ৭০০ থেকে ৮০০ রোগী। কিন্তু করোনা ভাইরাসের ভয়ে হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের আগমন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

এই কর্মসূচির আওতায় মির্জাপুর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থায় কুমুদিনী হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসা সেবাদান শুরু করেন। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত টানা তিন মাস এই সেবাকর্ম অব্যাহত থাকে। হাসপাতালের তথ্য প্রযুক্তি শাখার কর্মীরা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পর্যায়ে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেন। অনলাইন ভিডিও কলের মাধ্যমে চিকিৎসকগণ রোগীদের সমস্যার কথা জেনে তাদের ব্যবস্থাপত্র দেন। প্রত্যন্ত এলাকার রোগীরা তাদের বাড়ির কাছাকাছি এই দুর্যোগের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণ করে আনন্দিত ও উপকৃত হন এবং কুমুদিনীর এই মানবিক প্রয়াসের প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইডলাইন অনুসরণ করে কুমুদিনীর টেলিমেডিসিন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

Covid-19 & General Holiday
Telemedicine Service of Kumudini Hospital

Since last April, patients have not been coming to the hospital for treatment due to fear of corona virus infection even in a health emergency. Meanwhile, public transport was completely closed due to the general holiday announced by the government across the country. Patients in remote areas could not come to the hospital for the most essential needs. In such situation, the authorities of Kumudini Hospital decided to provide free telemedicine services to the local patients.

Under normal circumstances Kumudini Hospital with 1,050 beds provides services to more than two thousand outdoor patients daily. And 600 to 700 patients are admitted indoors. But fears of the corona virus have led to a significant reduction in the number of patients coming to the hospital.

Under this programme, the specialist doctors of Kumudini Hospital started providing medical services to the patients in 14 unions of Mirzapur upazila through telemedicine system. This service continued for three consecutive months from April to June. The staff of the Information Technology Department of the hospital organized medical camps at the union level to implement this programme. Through online video calls, doctors find out about patients' problems and prescribe medicine. Patients in remote areas were delighted to receive free treatment during the pandemic very near to their homes and appreciated Kumudini's humanitarian efforts.

Kumudini conducts her telemedicine healthcare programme following the health guidelines of the government.

Free Telemedicine Services of Kumudini Hospital in Mirzapur Upazila

কোভিড-১৯ মহামারি ও বন্যা
অসহায় মানুষের মাঝে কুমুদিনীর ত্রাণ বিতরণ

করোনা মহামারির করাল গ্রাসে দেশের মানুষ দিশেহারা এবং কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই অসহায় মানুষের সাহায্যকল্পে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট একক প্রচেষ্টায় দু:স্থ মানুষের জন্য মানবিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যায়। ত্রাণসামগ্রী ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে কুমুদিনী ট্রাস্ট তার ঐতিহ্যের ধারাবাহিতায় অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

বৈশ্বিক মহামারির প্রথম পর্যায়ে ট্রাস্ট সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সামগ্রী। এসবের মধ্যে ছিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ইত্যাদি। করোনার গ্রাস যখন ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হতে থাকে মানুষের অহায়ত্ব আরও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতির বিবেচনায় কুমুদিনী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের অংশ হিসেবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি শুরু করে গত ২ এপ্রিল। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার মির্জাপুরের পৈতৃক বাড়িতে মির্জাপুর পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের কর্মহীন অসহায় ৭০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলাম, ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা ও পরিচালক মহাবীর পতি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবদুল মালেক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. জুবায়ের হোসেন, পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র চন্দনা দে।

মানুষের পাশে থেকে পর্যায়ক্রমে কুমুদিনী ট্রাস্ট মির্জাপুর পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ড ও উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নের অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।

ত্রাণ বিতরণেযৌথ উদ্যোগ

গত জুলাই মাসে মির্জাপুর পৌর এলাকাসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বন্যা ও করোনা পরিস্থিতিতে পাঁচ হাজার কর্মহীন মানুষের মধ্যে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও সিটি গ্রুপ যৌথভাবে ত্রাণ বিতরণ করে। এসব ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রাদি।

পৌরসভার মোট নয়টি ওয়ার্ডসহ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে এই ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়নগুলো হলো মহেড়া, জামুর্কি, ফতেপুর, বানাইল, আনাইতারা, ওয়ার্শি, ভাগগ্রাম, ভাওড়া, কহরিয়া, গোড়াই, লতিফপুর, আজগানা, বাঁশতৈল ও বহুরিয়া।

ত্রাণ বিতরণকালে মির্জাপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র চন্দনা দে, পৌর কাউন্সিলর মো. আলী আজম সিদ্দিকী ও আমিরুল কাদের, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ●

Distribution of relief materials during Corona pandemic and devastating floods.

Covid-19 Pandemic and Flood
Distribution of Relief Among Helpless

The people of the country were distressed and jobless due to the pandemic. To help these helpless people, Kumudini Welfare Trust went ahead with humanitarian aid with all their effort. Kumudini Trust stands by the helpless people in the continuation of its tradition by distributing relief and health care items.

In the early stages of the global epidemic, the trust distributed health care materials to the general public. Among these were hand sanitizers, masks etc. When Corona gradually intensified, people started to feel increasingly helpless. Considering this situation, Kumudini took the initiative to distribute food items as part of meeting the basic needs of the people through relief.

Kumudini Welfare Trust relief programme was held on 2nd April. The programme was started by distributing relief items among 700 unemployed and helpless families of wards 7, 8 and 9 of Mirzapur Municipality at the ancestral home of philanthropist Ranada Prasad Shaha, founder of the trust. Those present at this occasion included Tangail Deputy Commissioner Md Shahidul Islam, Managing Director of KWT Rajiv Prasad Shaha, Director Mahabir Pati, Upazila Executive Officer Abdul Malek, Assistant Commissioner (Land) Jubayer Hossain and Chandana Dey acting mayor of the municipality.

Kumudini Trust had been distributing relief among the helpless people of other wards and other unions of Mirzapur Municipality for a long time.

Joint Venture in Relief Distribution

Last July, during the pandemic and flood Kumudini Welfare Trust, Standard Chartered Bank and City Group jointly distributed relief to 5,000 unemployed people in various unions of the upazila including Mirzapur Municipal area. These relief items included food and essential Medicines.The relief items were distributed in 14 unions of the upazila including a total of nine wards of the municipality. The unions are Mahera, Jamurki, Fatehpur, Banail, Anaitara, Warshi, Bhaggram, Bhaora, Kahria, Gorai, Latifpur, Azgana, Banshtail and Bahuria.

Mirzapur Municipality Panel Mayor Chandana Dey, Municipal Councilor Ali Azam Siddiqui and Amirul Quader, Officials of Kumudini Welfare Trust and Standard Chartered Bank were present while distributing relief. ●

Relief and Philanthropic Activities of Kumudini During Corona Pandemic and Flood

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখটি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এই দিবসটিকে জাতির জনকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ মর্যাদার সাথে পালন করে। ট্রাস্টের বিভিন্ন ইউনিটে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি। দিবসটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবেও উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা তাদের বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্রীরা শতকণ্ঠে পরিবেশন করে 'শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি' গানটি।

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন আলোচনায় অংশ নেয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী আনিকা হোসেন। আলোচনায় আরও অংশ নেন ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম।

কুমুদিনী হাসপাতাল আয়োজন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনীর। হাসপাতালের রোগীদের মাঝে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উন্মোচন করেন রাজীব প্রসাদ সাহা।

কুমুদিনী নার্সিং কলেজ ও কুমুদিনী মহিলা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা এই উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেন।

উল্লেখ্য, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনুষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস করতে হয়। ●

Celebrating Birth Centenary of the Father of the Nation

March 17, 2020 was the 100th birthday of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Kumudini Welfare Trust observed this day with special respect, paying deep homage to the Father of the Nation. Various programmes including discussion meetings and cultural programmes were organized in different units of the trust. The day was also celebrated as National Children's Day.

The students of Bharateswari Homes organized cultural programmes, recitations, competitions and drawing competitions on the occasion in the auditorium of their school. At the beginning of the programme, the students sang the song 'Listen to the voice of a Mujibur from the voice of a lakh Mujibur'.

Students of Bharateswari Homes performing on birth centenary of Bangabandhu.

Anika Hossain, vice-president of the school's student parliament took part in the discussion on Bangabandhu's colourful life. Trust Director Protiva Mutsuddi and Managing Director Rajiv Prasad Shaha also took part in the discussion. Deputy Commissioner of Tangail Md Shahidul Islam was the chief guest.

Kumudini Hospital organized an exhibition of paintings based on the life of Bangabandhu. Special meals were served among the patients of the hospital. Rajiv Prasad Shaha unveiled a mural of Bangabandhu at Kumudini Women's Medical College. Students of Kumudini Nursing College and Kumudini Women's Medical College organized a blood donation programme on the occasion.

Photo and Painting Exhibition on the life of Bangabandhu to commemorate his birth centenary at Kumudini Hospital.

It may be noted that Kumudini Welfare Trust had planned a massive programme to commemorate the birth centenary of Bangabandhu but the programme had to be rearranged considering the situation of Covid-19 global epidemic. ●

কুমুদিনী ফার্মার ১৭তম সেল্‌স এন্ড মার্কেটিং কনফারেন্স

Kumudini Pharma's 17th Sales and Marketing Conference

Mr Rajiv Prasad Shaha, MD, KWT, addressing the Conference.

গত ২৩ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যায় রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুমুদিনী ফার্মা লিঃ (কেপিএল)-এর সেল্‌স এন্ড মার্কেটিং কনফারেন্স ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল কেপিএল-এর ১৭তম জাতীয় কনফারেন্স। এতে মাঠ পর্যায়ের এক হাজার কর্মচারী-কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ এবং কেপিএল-এর প্রধান দপ্তর ও ফ্যাক্টরির কর্মকর্তাগণ। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের শীর্ষপদ মর্যাদার ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা ও পরিচালক শ্রীমতী সাহা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমাবেশকে গৌরবান্বিত করেন।

সকালে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেপিএল এর-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অলিক কৃষ্ণ রায়।

২০১৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর আমরা সিনিয়র মেডিকেল প্রমোশানেল অফিসার অনিল চন্দ্র দাসকে হারাই। তিনি আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে ক্যান্টনমেন্ট টেরিটরিতে দায়িত্ব পালন করতেন। ২০০৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে তিনি কেপিএল-এ কাজ শুরু করেন। অনিল চন্দ্র দাসের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

কনফারেন্সে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের পরিচালক শ্রীমতী সাহা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা।

কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার গোলাম জিলানী মাহবুবে আলম কেপিএল-এর সম্ভাবনার দিক হাইলাইট করে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে 'Unveiling the True Potentials of KPL, Right Time Right Now' শীর্ষক উপস্থাপনাটি ছিল খুবই তথ্যমূলক।

১৪ মার্চ ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্সে 'দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক প্রদান ও কুমুদিনীর

Kumudini Pharma Ltd(KPL)'s Sales and Marketing Conference 2019 was held on January 23 at the premises of Ranada Prasad Shaha University (RPSU) in Narayanganj. This was the 17th National Conference of KPL. It was attended by one thousand field level employees. Also present were senior officials of Kumudini Welfare Trust and officials of KPL head office and factory. Managing Director Rajiv Prasad Shaha and Director Srimati Shaha, along with the top dignitaries of Kumudini Welfare Trust, graced the occasion by attending the function.

In the morning, the programme started with the recitation of Holy Scriptures of different religions. The conference was officially inaugurated by CEO of KPL Alik Krishna Roy.

On December 26, 2019, we lost Anil Chandra Das, Senior Medical Promotional Officer. He was in charge of the Cantonment Territory in our Kumilla region. He started working in KPL on November 1, 2005. A minute of silence was observed in the first phase of the programme wishing peace to the departed soul of late Anil Chandra Das.

Srimati Shaha, Director of the Trust and Rajiv Prasad Shaha, Managing Director addressed the conference. Golam Jilani Maybubay Alam, Marketing Manager of the company, highlighted the potential of KPL through a Power Point presentation. The presentation entitled 'Unveiling the True Potentials of KPL, Right Time, Right Now' was much informative.

On 14 March 2019, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina presented the Ranada Prasad Shaha Memorial Gold Medal at the Mirzapur Kumudini Complex and distributed the prizes as

৮৬তম বর্ষপূর্তি' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও কনফারেন্সে প্রদর্শন করা হয়। এটি ছিল অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অংশ।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় অতিথি প্রশিক্ষক এজাজুর রহমানের উপস্থাপনায় 'Taking Ownership' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সেশন।

কনফারেন্সে জোনাল হেডদের পরিচালনায় মধ্যাহ্নভোজের আগে ও পরে দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড : ২০১৯ পর্ব। সেল্সের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এমপিও ক্যাটাগরিতে মোট ৩০ জনকে বিদেশ ভ্রমণ অথবা নগদ পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। তন্মধ্যে ২০ জনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ এবং ১০ জনের জন্য নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের জন্য বর্ষসেরা এমপিও নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা-বি অঞ্চলের জামগড়া টেরিটরি (বর্তমানে সাভার অঞ্চল)-এর আইনুল হক। এই ক্যাটাগরিতে ১ম রানার-আপ হয়েছেন চাঁদপুর অঞ্চলের মুদাফ্ফরগঞ্জ টেরিটরির মো. হাবিবুর রহমান এবং ২য় রানার-আপ হয়েছেন ময়মনসিংহ-বি অঞ্চলের দুর্গাপুর উপজেলা হেড কোয়ার্টার টেরিটরির মো. রমযান হোসেন। বিশেষ নগদ পুরস্কার পেয়েছেন ফেনী অঞ্চলের ছাগলনাইয়া টেরিটরির মো. সাহাদাত হোসেন।

এরিয়া ম্যানেজার / এআরএসএম ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছেন মোট ১০ জন। বর্ষসেরা পুরস্কার অর্জন করেছেন রাজশাহী অঞ্চলের নওগাঁ এরিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং রানার-আপ হয়েছেন দিনাজপুর অঞ্চলের রাণিশংকৈল এরিয়ার মো. হাবিবুর রহমান। এই ক্যাটাগরির পুরস্কৃত ১০ জনের মধ্যে পাঁচজন বিদেশ ভ্রমণের জন্য মনোনীত হয়েছেন এবং অবশিষ্ট পাঁচজন নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন।

আরএসএম ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জনের মধ্যে তিনজন বিদেশ ভ্রমণের জন্য মনোনীত হয়েছে এবং অবশিষ্ট তিনজন নগদ অর্থে পুরস্কৃত হয়েছেন। এই ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরা আরএসএম নির্বাচিত হয়েছেন মো. ফিরোজ উদ্দিন পাটওয়ারি এবং অবশিষ্ট তিনজনকে নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন পিএমডি বিভাগের পাঁচজন নির্বাহী। তাদের মধ্যে ছিলেন সহকারি প্রোডাক্ট ম্যানেজার হারাধন সাহা, সিনিয়র প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ ইসমাইল হোসেন, স্মৃতিকণা কর্মকার, সাগর চক্রবর্তী ও শশী পারমিতা সাহা।

মধ্যাহ্নভোজের পর সেল্স ম্যানেজার (বর্তমানে বিদায়ী) এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান ২০১৯ সালের পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস এবং পিএমডি ম্যানেজার মো. মাসুদুর রহমান ২০১৯ সালে প্রোডাক্টওয়ারি অ্যানালাইসিস ও ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে ছিল র‍্যাফেল ড্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে। ●

the chief guest at the 86th anniversary celebration of Kumudini. A video clip of the event was shown at the conference. It was particularly an interesting part of the ceremony. This was followed by a training session titled 'Taking Ownership' presented by guest trainer Ejazur Rahman.

The Annual Performance Award: 2019 episode was held in two phases before and after lunch under the management of Zonal Heads. A total of 30 people in the MPO category were announced to travel abroad or be awarded cash prizes for their significant contribution in the field of sales. Arrangements were made for 20 people to travel to foreign countries and 10 to pay cash prizes. Ainul Haque of Jamgarh Territory of Dhaka-B region has been selected as the best MPO of the year for 2019. The first runner-up in this category is Md. Habibur Rahman of Mudaffarganj Territory of Chandpur region. The 2nd runner-up is Md Ramzan Hossain from the Mymensingh-B region Durgapur Upazila Headquarters Territory. From Chagalnaiya Territory of Feni region Shahadat Hossain got special cash prize.

In the Area Manager / ARSM category a total of 10 people has been awarded. Moazzem Hossain of Naogaon area of Rajshahi region has won the award of the year and Mohammad Habibur Rahman of Ranishankail area of Dinajpur region has become the runner-up. Of the 10 awardees in this category, five have been nominated for overseas travel and the remaining five have received cash prizes.

In the RSM category, three out of a total of six have been nominated for foreign tour and the remaining three have been awarded cash prizes. Md Firoz Uddin Patwari has been selected as the best RSM of the year in this category.

Five executives of the PMD department received special cash prizes. Among them were Assistant Product Manager Haradhan Saha, Senior Product Executive Ismail Hossain, Sritikana Karmakar, Sagar Chakraborty and Shashi Parmita Saha. After lunch AKM Wahiduzzaman (currently not in KPL service), the Sales Manager spoke on 2019 Performance Analysis and PMD Manager Masudur Rahman also spoke on Productivity Analysis of 2019 and Targets for 2020.

The last part of the programme was raffle draw and cultural programme. ●

কুমুদিনী ফার্মার পাঁচটি নতুন ওষুধ

জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত কুমুদিনী ফার্মা লিঃ (কেপিএল) পাঁচটি নতুন ওষুধ বাজারজাত করেছে।

ওষুধ পাঁচটি হচ্ছে সেফাডিল ২০০ ও ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, সেফাডিল ডিএস সাস্পেনশন তৈরির পাউডার, পিমপোনিল জেল, স্টারকক্স এবং ডক্সোলার ট্যাবলেট।

সেফাডিল ক্যাপসুল বা সাস্পেনশন সংক্রমণ ব্যাধিতে নির্দেশিত। যেমন–শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, সাইনুসাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস, ব্রংকাইটিস, টাইফয়েড, মূত্রনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি রোগের জন্য ব্যবহার্য।

পিমপোনিল জেল ব্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহার্য।

স্টারকক্স ব্যথা ও প্রদাহ জনিত সমস্যা নিরাময়ে নির্দেশিত। যেমন–অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিওমাটয়েডআর্থ্রাইটিস, অস্থি-পেশীর ব্যথা সংক্রান্ত রোগ, বাতের ব্যথা, সার্জারি পরবর্তী দাঁত ব্যথা ইত্যাদি।

ডক্সোলার ট্যাবলেট অ্যাজমা, সিওপিডি ও ব্রংকোস্পাজম চিকিৎসায় নির্দেশিত।

উল্লেখ্য, সকল প্রকার ওষুধ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুসারে সেব্য বা ব্যবহার্য।

Five New Drugs of KPL

From January to August, Kumudini Pharma Ltd (KPL) has marketed five new drugs.

The five drugs are Cefadyl 200mg and 400 mg capsules, Cefadyl DS suspension making powder, Pimponil gel, Starcox and Doxolar tablets.

Cefadyl capsule or suspension is for treatment of infectious diseases like respiratory tract infections, pneumonia, sinusitis, pharyngitis, tonsillitis, bronchitis, typhoid, urinary tract infections etc.

Pimponil gel is for the treatment of acne and is used only on the skin.

Starcox is for the treatment of pain and inflammation. Such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, musculoskeletal pain, rheumatic pain, toothache after surgery, etc.

Doxolar tablets are for the treatment of asthma, COPD and bronchospasm.

All types of medicines are available according to the doctor's prescription.

Drugs marketed by KPL during the period under report.

ভারতেশ্বরী হোম্‌স

গীতা দাস (গুহ নিয়োগী)

আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোম্‌স সম্পর্কে কিছু লেখার ইচ্ছা পোষণ করছি। এই আবাসিক বিদ্যালয়টিতে ১২০০ এর অধিক ছাত্রীর অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

আমি এখানে ১৯৫২ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হই এবং ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে (এখনও বিদ্যালয়টি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনেই রয়েছে)। তখনকার ভারতেশ্বরী হোম্‌স ছিল একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। বিশ্বের নানা প্রান্তের শিক্ষকগণ এখানে শিক্ষাদান করতেন।

আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জেঠামণি (শহীদ আর পি সাহা) ইংরেজি ভাষাটা পছন্দ করতেন। ভালো করে আমরা যাতে ভাষাটা রপ্ত করতে পারি সেজন্য তিনি আমাদের ইংরেজিতে কথা বলা, গান গাওয়া, এমনকী স্বপ্ন পর্যন্ত দেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। এই ভাষাটির প্রতি এমনই ছিল তাঁর ভালোবাসা। যাতে আমরা এই ভাষাটি ভালোভাবে শিখতে পারি সেই লক্ষ্যে তিনি ব্রিটিশ শিক্ষকদের ভারতেশ্বরী হোম্‌সে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

যে অধ্যক্ষাকে এখানে আমি প্রথম পেয়েছি তিনি ছিলেন কোলকাতা থেকে আগত ইতিহাসবিদ লীলা রায়। তিনি চলে যাওয়ার পর তার স্থলাভিষিক্ত হন সুজাতা বসু। অত:পর অধ্যক্ষা হিসেবে যোগ দেন মিস ওভারওয়ান (Overone), গণিতের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি মিস স্কফিল্ড (Scofield)-কে। আমাদের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন মিস অ্যাটউড (Atwood) এবং মিস জেম্‌স (James)।

আমাদের স্কুলে কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয় শিক্ষকও ছিলেন। তাদের মধ্যে মিস সেবাস্টিয়ান (Sebastian) ও মিস ডি'কস্টা দু'জনই বিজ্ঞান পড়াতেন আর মিস সায়মন (Simon) পড়াতেন ইংরেজি। মিস জাপেল (Zapel) ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ান। তিনি আমাদের হরেকরকম ড্রিল শেখাতেন এবং লং জাম্প, হাই জাম্প, প্যারালেল বার ইত্যাদি শারীরিক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ দিতেন। জেঠামণি সবসময় চাইতেন মেয়েরা শারীরিকভাবে সক্ষমতা অর্জন করুক। আমরা মিস জাপেলের পরিচালনায় নানা ধরনের শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করেছি যা দেখে জেঠামণি খুশি হতেন। তিনি কিশোরী ছাত্রীদের দিয়ে 'ফ্লাওয়ার ডান্স' ও 'ওয়াটার লিলি'র মতো নৃত্য পরিবেশন করাতেন যা ছিল সত্যি বিস্ময়কর। তিনি আমাদের ব্যাডমিন্টনেরও প্রশিক্ষণ দিতেন। মিসেস জয়া পতি (জেঠামণির ছোট কন্যা) অন্য শিক্ষকদের নিয়ে বিকেলে স্কুল মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। কখনও সাথীর সংকট হলে মিসেস পতি আমাকে অংশ নিতে আদেশ করতেন। এটি আমার কাছে একটি গর্বের মুহূর্ত বলে মনে হতো।

১৯৫৭ সালে মিসেস জয়া পতি ভারতেশ্বরী হোম্‌সের অধ্যক্ষা হন। মর্যাদা, সাহস ও মহান দায়িত্ববোধে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের ইংরেজি ও ভূগোল পড়াতেন। ভূগোল বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অপরিসীম। তাঁর কারণেই ভারতেশ্বরী হোম্‌সের মেয়েরা পরীক্ষায় ভূগোলে ভালো নম্বর পেতো। ফিজিক্যাল ট্রেনিং (পিটি)-এর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সুদক্ষ। আসলে মিসেস পতি ছিলেন বহুধা প্রতিভার অধিকারী।

ভারতেশ্বরী হোম্‌সে আমি ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি ১৯৬৭ সালে। আমার স্কুল সঙ্গী হেনা সাহা ও ফুল রানী বণিক যথাক্রমে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষক হিসেবে হোম্‌সে যোগদান করেন। তখন অধ্যক্ষা ছিলেন মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দি। তাঁর অধীনে আমরা কাজ করেছি। শিক্ষকতার কাজটি আমি পুরোপুরি উপভোগ করেছি।

Gita Das, the writer.

Bharateswari Homes

Gita Das (Guha Neogi)

I would like to write vividly about my dear school Bharateswari Homes of Mirzapur. It is a residential school which has about 1200+ students from all corners of the country.

I was admitted in this school in 1952 in class I and passed my Matriculation Examination in 1961 under Dacca (Dhaka) Board. The school was English Medium then with Teachers from different parts of the world.

Our founder *Jethamoni* (Shaheed Ranada Prasad Shaha) was a lover of the English language. To encourage us to learn English well, he often told us to speak, laugh, sing and dream in English. Such was his fondness of the language. He even appointed British Teachers in the school so that we could learn the language well. Miss Leela Roy (historian from Kolkata) was the first Principal I met. After she left, Miss Sujata Bose took up her place. After that Miss Overone was the Principal. Miss Scofield was our Mathematics teacher. Both Miss Atwood and Miss James were English teachers.

We also had few South Indian teachers in our school. Both Miss Sebastian and Miss D'Costa were our Science teachers while Miss Simon was our English Teacher. Miss Zapel from Czechoslovakia was our Physical Training Instructor. She used to teach us various types of drills and physical activities like long jump, high jump and parallel bars, etc. *Jethamoni* liked girls to be physically fit and active. We performed different kinds of drill displays under the guidance of Miss Zapel which made *Jethamoni* very happy. She taught children Flower Dance and Water Lily Dance which were utterly astonishing to watch. She also taught us to play Badminton. Mrs Joya Pati alongwith other teachers played Badminton in the evening in the school's playground. Whenever there was a shortage of teachers for the game, Mrs Pati would ask me to join them. It used to be a moment of pride for me.

In 1957 Mrs Joya Pati joined Bharateswari Homes as the Principal. She was a venerable Principal with dignity, courage and a great sense of responsibility. She taught us English and Geography. Her knowledge in Geography was immense. It was for her that students of Bharatweswari Homes scored high marks in Geography. Mrs Pati was an expert in Physical Training (P.T.) too. She was a multi-talented person.

I joined Bharateswari Homes as an English Teacher in 1967 and so did some of my school friends like Hena Saha (History) and Ful Rani Banik (Geography) and we worked under Miss Protiva Mutsuddi who was the Principal then. I thoroughly enjoyed teaching in my own school.

Another teacher with immense knowledge and dedication was Mr J N Saha who taught English Grammar, Bengali and History. He taught the subjects so well that the rules of Grammar from Wren & Martin are at my finger tips, even now. His daughters Dr Shovana Saha and Mrs Swantana Saha were

আরেকজন শিক্ষকের কথা উল্লেখ করছি যিনি ছিলেন ত্যাগী ও অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী। তাঁর নাম জে এন সাহা। তিনি পড়াতেন ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা এবং ইতিহাস। পাঠ্য বিষয়াদি এমন চমৎকার করে তিনি পড়াতেন যে, তার শেখানো Wren & Martin এর বই'র গ্রামারের নিয়মগুলো আজও আমার নখদর্পণে। তার কন্যাদ্বয় ডা. শোভনা সাহা ও শান্তনা সাহা আমার স্কুল সঙ্গী ছিলেন। শোভনা একসময় কুমুদিনী হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছিলেন।

অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজির মিস পি দেবী; মিস আজিজ, একজন পারসিয়ান, বিজ্ঞানের শিক্ষক; গণিতের শিক্ষক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ড. করিমুল্লা; ইংরেজি ব্যাকরণ ও ইতিহাসের শিক্ষক শ্যামলাল সাহা এবং বাংলার শিক্ষক ভারতের শিলং থেকে আগত রেণু খান, তার স্বামী ডা. খান ছিলেন কুমুদিনী হাসপাতালের একজন চিকিৎসক।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমাদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। তার সম্মানে 'একলব্য' শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয় যাতে মুখ্য নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিল আমার স্কুল বন্ধু ভক্তি গুহ। তার নৃত্য ও অভিনয় কৃতিত্বে হাইকমিশনার সাহেব যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৯৫৪ সাল। স্কুলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বেগম লিয়াকত আলী খানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভাগ্যবতী পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিলাম আমি স্বয়ং এবং তার নিকট থেকে আমি পুরস্কারটি গ্রহণ করেছিলাম।

১৯৫৭ সালে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসেন বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেসময় তার সঙ্গে ছবি তুলতে পেরে আমি খুশি হয়েছিলাম।

ভারতেশ্বরী হোম্‌সে অধ্যয়নকালে একবার জেনারেল আইউব খান আমাদের ড্রিল প্রদর্শনী ও মার্চ পাস্ট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্কুলের ছাত্রীদের অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশনায় এতোই মুগ্ধ হন যে, প্রশংসায় দীর্ঘক্ষণ যাবত তিনি হাততালিতে মগ্ন ছিলেন।

অসুস্থ হয়ে একবার পল্লীকবি জসীম উদ্দীন কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি হন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আমাদের স্কুল পরিদর্শন করেন। তাঁর সম্মানে পরিবেশন করা হয় রবি ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য'। আমার পারফরম্যান্স দেখে তিনি কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করে বলেছিলেন যেন 'লাউগাছের আঁকশি'।

'মির্জা হল' উদ্বোধন করতে এসেছিলেন জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা। তাঁর সম্মানে সেদিন পরিবেশিত হয় 'মেঘদূত' শীর্ষক নৃত্যনাট্যটি। তাতেও আমি একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। (মির্জা হলের বর্তমান নাম আনন্দ নিকেতন)।

স্কুলে পালিত হতো অভিভাবক-শিক্ষক দিবস। এতে অভিভাবকদের অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হতো। এ উপলক্ষে ছাত্রীরা তাদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শন করতো। অভিভাবকগণ এগুলো কিনে নিতে পারতেন।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের ঢাকা স্টেডিয়ামে 'পারফরম' করার এক দুর্লভ সুযোগ হয়। শত শত দর্শকদের উপস্থিতিতে আমরা ড্রিল ও মার্চ পাস্ট প্রদর্শন করে তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম। আমার সৌভাগ্য যে, আমি প্রদর্শনকারী দলটির ক্যাপটেন ছিলাম।

তখন আমি হলিক্রস কলেজের ছাত্রী। তৎকালীন সরকার কলেজে শরীরচর্চার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করে। ভারতেশ্বরী হোম্‌সের প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে আমাকে এই কলেজে পিটি ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হয়। কারণ হোম্‌সের ছাত্রীদের পিটি দক্ষতা সম্পর্কে সকলে জানত।

my school mates. Shovana joined as a junior Doctor at Kumudini Hospital.

Other teachers were Miss P Devi who taught English, Miss Aziz who was a Persian and taught Science, Dr Karimulla from Aligarh University who taught us Mathematics, Mr Shyamlal Saha who taught English Grammar and History and Mrs Renu Khan from Shillong, India who taught Bengali. Her husband Dr Khan was a Doctor at Kumudini Hospital.

On different occasions respectable dignitaries were invited to visit our school. In early fifties, the then Indian High Commissioner to Pakistan was invited to visit our school. He was entertained with the dance drame *'Eklabya'* where my school mate Bhakti Guha played the role of the heroine. Our guest was very pleased with her dance performance.

In 1954 Begum Liaquat Ali was invited for the Prize distribution ceremony. I was lucky to be an awardee and received the prize from her.

Father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman also visited our school in 1957 and I was happy to have a photograph taken with him.

General Ayub was the Chief Guest at a Drill Display and March Past ceremony during my school days as well. He was delighted to see a beautiful performance and incessantly clapped for a long time as an appreciation.

The renowned poet Jashimuddin was admitted to Kumudini Hospital when he was ill. After his recovery he visited our school and we entertained him with the dance drama *'Chandalika'* by Rabindra Nath Tagore. His poetic appreciation of my dance movements were compared to the tendrils of a gourd plant.

General Mirza was invited to inaugurate the Mirza Hall (Ananda Niketon) in our school. I was one of the performers of the dance drama *'Meghdoot'* which was performed in the opening ceremony of the Hall.

The Parent-Teachers Day was also celebrated in our school. Parents were treated with lot of care and respect. Students would display the handicrafts made by them and Parents were allowed to buy them as well.

In the mid-fifties, the school had a rare opportunity to perform at the Dhaka Stadium. We displayed Drill and March Past at the stadium in front of hundreds of viewers and were applauded and appreciated from the core of their hearts. I was fortunate enough to be the Captain then.

Physical training was made compulsory in colleges by the government to keep students physically fit. I was the P.T. Captain in 'Holy Cross College' in Dhaka where I studied.

Students of Bharateswari Homes were known for their P.T. skills.

I would also like to write about the great musicians of my beloved school. Mirza Hall couldn't have become so famous without them. The musicians were the gems of the shows that were presented before the spectators.

Ramesh Kaka – He played the harmonium and was a genius from Shantiniketan.

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে এখন আমি আমার প্রিয় স্কুলের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু লিখতে চাই। তাদের গুণেই মির্জা হলের এতো সুনাম হয়েছিল। এই শিল্পীরাই ছিলেন অনুষ্ঠানের রত্ন।

শান্তিনিকেতনের প্রতিভাধর শিল্পী রমেশ কাকা ছিলেন বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক। আর যার বাঁশির মিষ্টি মধুর সুরে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হতেন তিনি হলেন ভাসানি দা। আজও যেন তার বাঁশির সুর আমি শুনতে পাই। নাচের গতিময়তার সৌন্দর্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি বাঁশির যাদুকরী সুরের সংযোজন না ঘটত। সেই সুরের কাছে কোকিলের 'কুহু' যেন হার মানতো। বেলু মিয়ার তবলার বোল ছাড়া নৃত্য পরিবেশন করা ছিল একেবারে অসম্ভব। তার তবলার ছন্দোময় বোল ব্যতীত আমার নাচের ময়ূরী যেন পাখা মেলতেই চাইত না।

পিয়ানোতে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন মিসেস জয়া পতি। তার পিয়ানো বাদন ছিল অতুলনীয়। দর্শক-শ্রোতারা তার বাজনা বিমোহিত হয়ে শুনতেন। মনে হতো যেন তিনি একজন পেশাদার পিয়ানো বাজিয়ে। তিনি আমাদের নাচও শেখাতেন। যত নৃত্যনাট্য হতো সবই তার নির্দেশনা ও সুদক্ষ পরিচালনায় মঞ্চস্থ হতো। আমার সময়ে প্রতিটি প্রদর্শিত নৃত্যনাট্যের নায়িকা সাজতাম আমি আর নায়ক হতো আমার বান্ধবী ঊষা দেবী।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র খগেনদা ছিলেন এক জাত চিত্রকর এবং নৃত্যশিল্পী। তিনি মেক-আপ ম্যানের কাজও করতেন। এমন পটু হাতের স্পর্শে তিনি সাজিয়ে তুলতেন মনে হতো যেন আমরা একেকজন পরী। তার ছেলে তরুণ শিল্পী বাদল সাহা একাজে খগেনদাকে সহযোগিতা করতেন।

স্কুলের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি ছিল জেঠামণির জন্মদিন উদ্‌যাপন। অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে দিবসটি পালিত হতো। এই শুভদিনে বিকেলে আমরা স্কুল প্রাঙ্গণে জেঠামণিকে স্বাগত জানাতাম। ফুলে ফুলে সজ্জিত একটি চেয়ারে আমরা তাঁকে বসাতাম। ছাত্রীরা নেচে গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতো। তিনি এসব উপভোগ করতেন। ঐদিনের বিকেলটা আমাদের অত্যন্ত আনন্দ ফূর্তির মধ্য দিয়ে কাটত। দর্শনার্থী, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী প্রমুখের মাঝে পরিবেশন করা হতো উপাদেয় খাবার। উপস্থিত সকলে তাদের ইচ্ছেমতো খাবার খেতো। আজ বসে বসে যখন সেসব দিনের কথা স্মরণ করি, আমার হৃদয় গর্বে ও আনন্দে ভরে যায়।

বিজয়াদি (জেঠামণির বড় মেয়ে) ছিলেন হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি সুন্দরভাবে দক্ষতার সঙ্গে হোস্টেল পরিচালনা করতেন। নির্দিষ্ট কিছু দিবসে বিজয়াদি নিজের হাতে রেঁধে আমাদের বিশেষ খাবার পরিবেশন করতেন। যেসব বিশেষ পদ তিনি তৈরি করতেন সেগুলোর মধ্যে থাকতো মিষ্টি সুজি, চিড়ার পোলাও, বিরিয়ানি আরও কত কিছু। সৌখিন পাচক হিসেবে তিনি অতুলনীয়া। আমরা তার হাতের তৈরি উপাদেয় খাবারের অপেক্ষায় থাকতাম।

হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে সহযোগিতা করার জন্য ছাত্রীদের মধ্য থেকে ক্যাপ্টেন, ভাইস ক্যাপ্টেন ও কিছু দায়িত্বশীল কর্মী বেছে নেয়া হতো। এই প্রথার প্রবর্তন করেন রবি (জেঠামণির ছোট ছেলে শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহা)। আমার সময় ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে ছিলাম আমি, শোভনা সাহা ছিলেন ভাইস ক্যাপ্টেন আর সহযোগিতার জন্য কিছু ছাত্রীকর্মী ছিল। ক্যাপ্টেনের জামার আস্তিনে থাকত সবুজ বর্ডার, ভাইস ক্যাপ্টেনের নীল বর্ডার এবং কর্মীদের লাল বর্ডার।

জাঁকজমকপূর্ণ বার্ষিক উৎসব দুর্গাপূজার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতাম। প্রতিমা সাজানো হতো সোনার অলংকারে। উৎসব উপলক্ষে জেঠামণি নিজে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মাঝে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করতেন। আমাদের মন সুস্বাদু মালপোয়ার জন্য অধীর থাকত। সাধারণত আমাদের বাড়িঘরে সেরকম মালপোয়া তৈরি হতো না। আজও সেই সুখকর স্মৃতি আমি বয়ে চলছি।

দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন আমি মণ্ডপে সন্ধ্যারতিতে অংশ নিতাম। আমার আরতি নৃত্যের প্রতি জেঠামণির ভীষণ আগ্রহ ছিল।

Bhaashani Da – He mesmerized the audience with his sweet musical note from the flute and is unforgettable even today. The beauty of the dance movements would have been incomplete without his enchanting tune. His tune was more melodious than that of a cuckoo.

Bhelu Mian – Dancing was impossible without his tabla beats. My dancing spree could not take its wings without his rhythmical beats. The most important person at the Piano was Mrs Pati who played it so eloquently, drawing all the attention of the audience. She was like a professional pianist who was worth every praise and appreciation she received. She also taught us dance and all the dance dramas were guided and conducted efficiently by her. I was the heroine for all the dance dramas during my time while my friend Usha Devi was the Hero.

Khagen Da was a great painter from Shantiniketan and also a dancer. He was our make-up man and his touch would make us look like fairies. His son, Badal Saha was a young artist who worked alongwith his father.

The most important ceremony of our school used to be *Jethamoni*'s birthday celebration. It used to be celebrated with much pomp and glory. We used to look forward to this celebration. On this auspicious day, we welcomed our dear *Jethamoni* in our school premises early evening. We made him sit on a chair decorated beautifully with flowers. The students welcomed him with dance and song performances which he enjoyed a lot. The evening was celebrated with much fun and frolic. After the performances, the visitors, doctors and nurses from the hospital and the students and teachers were served delicious food. All present at the occasion enjoyed the lavish meal. When I sit back and recall the day, my heart still fills with pride and happiness.

Bijoya Di was the Superintendent of the hostel. She ran the hostel smoothly and efficiently. On certain days we were given special meals and Bijoya Di would personally cook them for us. She made special items like Mishti Shooji, Cheerer Polau and Biryani etc. She was a fantastic cook and we looked forward to her delicious meals.

Robi (Shaheed Bhabani Prasad Shaha) introduced the system of choosing Captain, Vice-Captain and Prefects from the students to help the Superintendent run the hostel effectively. I was the Captain and Shovana Saha was the Vice-Captain and there were some Prefects too during my tenure. The Captain's dress had a green border, Vice Captain's had a blue border and the Prefects had a red border on their sleeves.

Durga Puja was a great festival we looked forward to. Idols were decorated with gold jewellery and *Jethamoni* would distribute food and clothes to the needy and poor. We eagerly waited to eat the most delicious *'Malpoas'* which were very unusual in other houses. I still dote on the memory.

I enjoyed dancing for the *Ashtami Arati* and Jethamoni eagerly waited to see me performing the *Arati*.

We also celebrated Saraswati Puja in our school and students offered *Anjali* irrespective of their religion. Muslim students

স্কুলে প্রতি বছর সরস্বতী পূজা হতো। বিদ্যাদেবীর চরণে সকল ছাত্রী ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত। মুসলিম ছাত্রীরা স্কুলের নিচতলার একটি কক্ষে নামাজ পড়তো। রমজানের রোজার সময় মুসলিম বান্ধবীর সঙ্গে আমরা সুস্বাদু ইফতারে অংশ নিতাম। স্কুলে ঈদ উদ্‌যাপন হতো জাঁকজমকের সাথে।

এবার স্কুলের কর্মীবৃন্দের কথা কিছু বলি।

প্রত্যেক পিরিয়ড শেষে 'বেল' বাজানোর দায়িত্বে ছিলেন শান্তিদি। বীরেনবাবু ছিলেন দুধের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে। গোয়ালার সরবরাহ করা দুধ তিনি ল্যাকটোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে নিতেন। খালেক ভাইয়ের কাজ ছিল দুধ থেকে মাখন তোলা। তিনি ছাত্রীদের জন্য রুটি আর কেক বানাতেন। একবার বিজয়াদি অসুস্থ হয়ে পড়লে এই খালেকভাই তাকে রক্তদান করেছিলেন। দু'জনের রক্তের গ্রুপ একই ছিল। বিভাদি ছিলেন রান্নাঘরের চার্জে। রামু দারোয়ান ছিলেন এমনই এক সদা সতর্ক কর্মী যে, কোনো ছাত্রীকে স্কুলের গেইটের বাইরে যেতে দিতেন না কিছুতেই। তার কাছে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

টাইগার নামে একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল যেটিকে আমাদের খুব ভালো লাগত। ওর সঙ্গে আমরা খেলতামও।

ছাত্রীদের সার্বিক উন্নতির প্রতি জেঠামণি খুব গুরুত্ব দিতেন। রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করা, বাসন-কোষন পরিস্কার করা এবং খাবার টেবিল সাজানো এসব আমাদের করতে হতো। হোস্টেলে আমরা যার যার রুম নিজেরাই পরিস্কার করতাম। বছর শেষে ছাত্রীদের সবচে' পরিপাটি কক্ষের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থালি কাজ শেখা ও নিজের ঘর পরিপাটি রাখার প্রতি এই পুরস্কারটি ছিল একটি প্রণোদনা স্বরূপ।

ভারতেশ্বরী হোম্‌স শুধু আমার ন'বছরের স্কুলই ছিলনা, এটি ছিল আমার দ্বিতীয় বাসস্থান। যখন আমি হলিক্রস কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলাম বন্ধের সময় আমি আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠে এসে ছুটি কাটাতাম।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের পরিদর্শনের ফলে আমাদের স্কুলটি যেন ভূ-স্বর্গের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আমার গর্ব যে, এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে আমি লেখাপড়া করেছি এবং থেকেছি। শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেঠামণির অবদান দৃষ্টান্তস্বরূপ। বড়ই পরিতাপের বিষয় দেশের এমন একজন মহান সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধের সময় অপহরণ করে হত্যা করা হয়।

একান্ন বছর পর কয়েকদিন আগে আমার মাতৃসম শিক্ষায়তন (Alma Mater) ভারতেশ্বরী হোম্‌স পরিদর্শনে যাওয়ার সুযোগ হলো। এটি কেবলই একটি নস্টালজিয়া, আপন গৃহে ফেরার কাতরতা। আমি দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি যে, শ্রীমতী সাহা, রাজীব প্রসাদ সাহা ও অন্যান্যদের পরিচালনায় কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অনেক মহতী কাজ সম্পাদন করে চলেছে। সম্প্রতি আমার প্রিয় এই প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনকালে যে ভালোবাসা, সম্মান ও উষ্ণতা প্রদর্শন করা হয়েছে তা অবিস্মরণীয় এবং হৃদয়স্পর্শী।

রবির সঙ্গে বিয়ের পর জেঠামণির ঘরে আমি শ্রীমতীকে প্রথম দেখি। তার মধ্যে রয়েছে এক মহানুভবতা। অনেক প্রতিকূলতাকে জয় করে আজ তিনি তার শ্বশুরের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।

১৯৬৯ সালে আমি যখন এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাই তখন রাজীব কয়েক মাসের শিশু। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি খাতের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে তার প্রচুর অবদান রয়েছে। এজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজীব নিঃসন্দেহে জেঠামণির যোগ্য উত্তরসূরী। এটি সত্যিই আনন্দের বিষয় যে, রাজীব তার ঠাকুরদার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে যার নাম 'রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়'।

(গীতা দাস ভারতেশ্বরী হোম্‌সের প্রাক্তন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। তারই লেখা Bharateswari Homes থেকে অনূদিত।) ●

offered *Namaaz* in a room on the ground floor. During Ramzaan, our Muslim friends would share their delicious Iftaar meals with us. Eid was celebrated in a grand way in our school.

Among the other staff working for the school were:

Shanti Di - who rang the school bell after every period

Biren Babu – he tested the quality of the milk brought in by the milkman through a lactometer

Khalek Bhai – He churned the milk to make butter and also baked bread and cakes for the students.

When Bijoya Di was very ill at one time, Khalek Bhai donated his blood to her as only his blood group matched hers.

Biva Di – kitchen in-charge

Jamu Darwan – he was vigilant and never let any students step out of the main gate. Security of students and teachers were important for him.

We also had an Alsatian dog called Tiger, who the students loved very much and also played with him.

Jethamoni stressed on all-round development of his students. We were made to help in the kitchen, wash dishes and learn table arrangements for meals. We cleaned our own hostel rooms and a prize would be given end of every year for the best kept room. This was an incentive to learn household work and keep our rooms neat and tidy.

Bharateswari Homes has not only been my school for nine years, it has been my second home. Even when I was studying in College and then at the University in Dhaka, I would spend my vacations in my dear school.

The visits by the different dignitaries made our school a Heaven on Earth. I am very proud that I studied and lived in this reputed institution. *Jethamoni's* contribution towards the development of education and medical facilities is exemplary. It is a pity that a great son of the soil like him was abducted and killed.

I visited my Alma Mater few days ago after 51 years and it was sheer nostalgia. I was both surprised and happy to see the great work being done by Kumudini Welfare Trust under the leadership of Mrs Srimati Shaha and Mr Rajiv Prasad Shaha and others.

The love, respect and warmth that I received from all during my recent visit is unforgettable and touched my soul deep down.

I met Srimati when she got married to Robi, at *Jethamoni*'s house. She is a magnanimous woman who has fought many battles and carried the legacy of her Father –in-Law.

Rajiv was a few months old when I saw him before I left for India in 1969. He is contributing immensely to the growth and development of education, medical facilities and necessities alongwith upliftment of the society as a whole through different initiatives. Undoubtedly he is a worthy grandson of *Jethamoni.*

It is overwhelming to see that Rajiv has built a university dedicating it to his Dadu (Grandfather), R P Shaha University. ●

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'টি পালিত হয়। এই উপলক্ষে মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্সে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। কমপ্লেক্সের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একুশের প্রথম প্রহরে প্রভাতফেরি করে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই সময় তাদের কণ্ঠে গীত হয় 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এই ঐতিহাসিক গানটি।

ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীরা দিবসটি উপলক্ষে হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম রচিত 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি ছাত্রীরা জারিগানের সুরে পরিবেশন করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ট্রাস্টের দুই পরিচালক ভাষা সৈনিক প্রতিভা মুৎসুদ্দি ও শম্পা সাহা। ●

Wall magazine `Vaswar' brought out by the students to commemorate the Day.

Celebrating International Mother Language Day

On 21st February, Kumudini Welfare Trust celebrated 'Martyrs Day and International Mother Language Day' with due solemnity. On this occasion, the national flag was hoisted at half-mast at Mirzapur Kumudini Complex. Students of the educational institutions of the complex paid homage to the language martyrs by laying flowers at the Shaheed Minar in the early morning. At this time, they sang the historical song 'Ekushey February painted with the blood of my brother'.

The students of Bharateswari Homes organized a handwriting, drawing and composition competition on the occasion of the day. The students sang the poem 'Bangabani' composed by the medieval poet Abdul Hakim to the folk tune of *jarigan* which pleased the audience. Protiva Mutsuddi and Shampa Shaha, two Directors of the trust, were the chief guests at the event. ●

রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (আরপিএসইউ)

ক্যারিয়ারি গ্রুমিং সেশন

Students at the grooming session.

গত ১৫ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক প্রশাসন বিভাগের আয়োজনে একটি ক্যারিয়ার গ্রুমিং সেশনের আয়োজন করা হয়। এতে উক্ত বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ অংশ নেয়।

সেশনের মূল বক্তা ছিলেন এপাইলিয়ন (Epyllion) লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার গাজী শফিকুল ইসলাম। মূল বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আশুতোষ রায় এবং সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন এই বিভাগেরই বিভাগীয় প্রধান এবং কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের আহ্বায়ক মো. নাজমুল হাসান।

Randa Prasad Shaha University (RPSU)

Career Grooming Sessions

On January 15, a career grooming session was organized by the Department of Business Administration of the university. Students and teachers of the department took part in it. The keynote speaker of the session was Mr Gazi Shafiqul Islam, General Manager, of Epyllion Limited. The speaker was introduced by Ashutosh Roy, Assistant Professor in the Department of Business Administration of the university and coordinated by the head of the department Md Nazmul Hasan as well as the convenor of the Career Development Centre.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা

Discussion on the occasion of International Mother Language Day

A procession from RPSU towards Shaheed Minar to pay tribute to the language martyrs.

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মনীন্দ্র কুমার রায়ের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপাচার্য ছাড়াও আর যারা অংশ নেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. সুশীল কুমার দাস, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপক ড. নূর ইসলাম এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সরকার হীরেন্দ্র চন্দ্র।

A discussion meeting was held at the university on the occasion of International Mother Language Day under the chairmanship of Vice-Chancellor Prof Dr Monindra Kumar Roy. In addition to the Vice-Chancellor those who took part in the discussion included Head of Department of English Professor Dr Sushil Kumar Das, Dean of the Department of Social Sciences Professor Dr Nur Islam and Acting Registrar Sarkar Hirendra Chandra.

ভারতের হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রীর অংশগ্রহণ

Participation in "South Asian Universities Youth Festival" in Haryana, India

গত ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ভারতের কুরুক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিজ ইয়থ ফেস্টিভেল'-এ রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (আরপিএসইউ) থেকে দু'জন ছাত্রী অংশ নেন। তারা হলেন তাসনিম ফারহান উপমা ও মুনমুন দে পান্না। সেখানে লোকনৃত্য পরিবেশন করে ছাত্রী দু'জন দর্শকদের মন জয় করেন। তাদের কৃতিত্বে আরপিএসইউ গর্বিত।

Students of RPSU participated in South Asian Universities Youth Festival in the Indian state of Haryana carrying a banner of the university.

Two students from Ranada Prasad Shaha University (RPSU) participated in the 'South Asian Universities Youth Festival' held at the University of Kurukshetra, India from February 24-26. They are Tasnim Farhan Upama and Munmun Dey Panna. The two students won the hearts of the audience by performing folk dances there. RPSU is proud of their achievements.

করোনা সংকটকালে দুঃস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

Distributionof Relief to the Needy in Times of Crisis

KWT and RPSU jointly arranged a relief programme for the destitutes in Narayanganj.

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জে করোনা সংকটে সৃষ্ট দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল ও ১ মে দুই দফায় যথাক্রমে ট্রাস্টের খানপুর কমপ্লেক্সে ও শীতলক্ষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সে ১ হাজার ৫০০ ব্যাগ ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, আলু, লবণ, রান্নার তেল, ডাল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

Kumudini Welfare Trust and Ranada Prasad Shaha University jointly distributed relief among the needy people in Narayanganj. On April 28 and May 1, a sum of 1500 bags of relief were distributed in two phases at the Trust's Khanpur Complex and at the University Complex in Shitalakhya. Relief supplies included rice, potatoes, salt, cooking oil, pulses and hand sanitizers.

জাতীয় শোক দিবসে ভার্চুয়াল মিটিং

Virtual Meeting on National Mourning Day

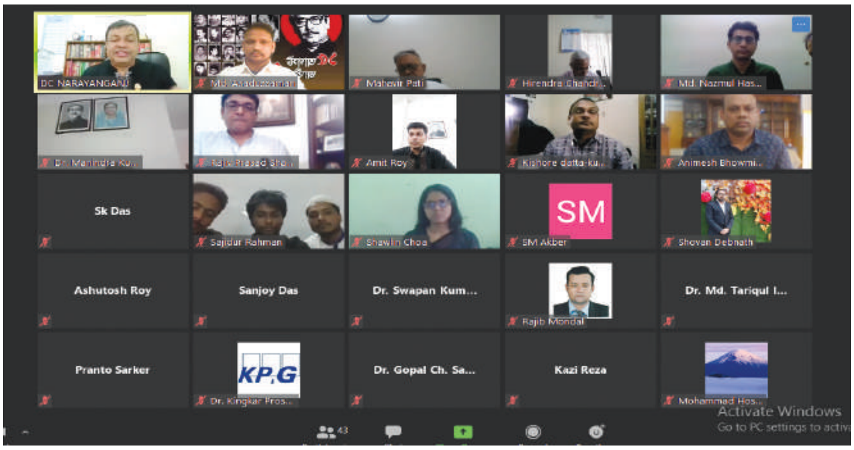

RPSU held a virtual meeting on the 45th Martyr Day of the Father of the Nation.

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১৫ আগস্ট করোনা পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত দিবস ও জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। এতে পৌরহিত্য করেন নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ও কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। উপাচার্য প্রফেসর ড. মনীন্দ্র কুমার রায় ছিলেন শোকসভার সভাপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এতে অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, উপাচার্যসহ ট্রাস্টের পরিচালক মহাবীর পতি। ●

University authorities celebrated the 45th Martyr Day and National Mourning Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through a virtual meeting on August 15. Narayanganj Deputy Commissioner Jasim Uddin was the chief guest. Rajiv Prasad Shaha, Chairman of the University and Managing Director of Kumudini Welfare Trust was the special guest. Vice-Chancellor Prof Dr Monindra Kumar Roy was the chairman of the session. University students, teachers, officers, and staff attended the virtual meeting. Chief Guest, Special Guest, Vice Chancellor and Director of the Trust Mahabir Pati spoke. ●

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর মৃত্যুতে কুমুদিনীর শোক প্রকাশ

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অত্যন্ত আপনজন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান গত ১৪ মে ঢাকায় সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। কুমুদিনী ট্রাস্ট তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। মৃত্যুর পরপরই কুমুদিনীর পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, সুবক্তা, শিক্ষাবিদ এবং বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি দেশে ও বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'একুশে পদক' ও 'স্বাধীনতা পদক' এবং ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ পদক' দিয়ে সম্মানিত করেছে।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ২০১৫ সালে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে শিক্ষা, সাহিত্য ও মানব কল্যাণমূলক কাজে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক'-এ ভূষিত করে।

আমরা কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

Professor Anisuzzaman

Passing away of Professor Anisuzzaman Kumudini Mourns

National Professor Anisuzzaman, a close associate of Kumudini Welfare Trust, died on May 14 while undergoing treatment at CMH in Dhaka. He was 83 years old. Kumudini Trust is deeply saddened by his death. Shortly after his death, Kumudini extended their deepest condolences to the bereaved family.

Professor Anisuzzaman, an Emeritus of Dhaka University, was a man of many talents. He was simultaneously a writer, author, academician and a prominent figure in Bengali literature. He has been awarded many prizes at home and abroad. The Government of Bangladesh honoured him with 'Ekushey Padak' and 'Swadhinata Padak' and the Government of India with 'Padma Bhushan Padak'. Kumudini Welfare Trust awarded Professor Anisuzzaman the 'Philanthropist Ranada Prasad Shaha Memorial Gold Medal' in 2015 in recognition of his glorious contribution to education, literature and social welfare. We, on behalf of Kumudini Welfare Trust, wish eternal peace to his departed soul.

পরলোকগত সি আর দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মুক্তিযুদ্ধে ৪ নম্বর সেক্টরের বীর উত্তম মেজর জেনারেল (অব:) চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত) গত ২৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

তিনি ছিলেন সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। গত ৩১ আগস্ট তাঁর মরদেহ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে পৌঁছার পর ঢাকা সিএমএইচের হিমঘরে রাখা হয়। ১ সেপ্টেম্বর সকালে পরিবার ও স্বজনদের শেষ দেখার জন্য কফিন নেওয়া হয় তার বনানীর ডিওএইচএসের বাসায়। বাসার নিকটস্থ মাঠে ডিওএইচএস পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত সি আর দত্তের কফিনে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত থেকে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা।

সেখান থেকে তাঁর মরদেহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অত:পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রাজারবাগ মহাশ্মশানে। সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রসঙ্গত, সি আর দত্তের জন্ম ১৯২৭ সালে অবিভক্ত ভারতের শিলংয়ে এবং পৈতৃক বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার মিরাশি গ্রামে।

Mr Rajiv Prasad Shaha, MD, KWT laying floral wreath on the coffin of Maj Gen C R Dutta (Retd).

Tribute to C R Dutta

Major General (Retd.) Chitta Ranjan Dutta (C R Dutta, Bir Uttam), a hero of Sector 4 of our Liberation War in 1971 died on August 25 at a hospital in Florida, USA. He was 93 years old.

He was the senior vice-president of the Sector Commanders Forum and the founder president of Bangladesh Hindu-Buddhist-Christian Oikya Parishad. His body arrived from the USA on 31st August and was kept in Dhaka CMH morgue. The coffin was taken to his DOHS home in Banani on the morning of September 1 to enable his family and relatives to pay their last respects. At the initiative of DOHS Parishad wreaths were laid on the coffin of C R Dutta covered in the national flag which was kept in the field near his house. Rajiv Prasad Shaha, Managing Director of Kumudini Welfare Trust presented a wreath on behalf of the Trust. From there, his body was taken to the Dhakeshwari National Temple for the purpose of paying homage by people of all walks of life. There he was honoured with flowers from various organizations. From there his body was taken to Rajarbagh crematorium. His last rites were performed there with state honours.

C R Dutta was born in 1926 in Shillong, undivided India. His ancestral home is in Mirashi village of Chunarughat upazila of Habiganj.

প্রাজ্ঞ রাজনীতিক প্রণব মুখার্জির প্রয়াণ

উপমহাদেশের প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় বাংলাদেশের ‘প্রকৃত বন্ধু’ প্রণব মুখার্জি গত ৩১ আগস্ট দিল্লির আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি। তাঁর শ্বশুরবাড়ি বাংলাদেশের নড়াইলে। তাঁর প্রয়াত স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জি নড়াইলে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকার জন্য ২০১৩ সালের মার্চে প্রণব মুখার্জিকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৫ মার্চ ২০১৩ ভারতের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে প্রণব মুখার্জি শহীদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার অমর কীর্তি ও বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনকল্পে মির্জাপুরে কুমুদিনী কমপ্লেক্স সফরে আসেন। কুমুদিনী হাসপাতাল, ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ভারতেশ্বরী হোম্‌স, নার্সিং স্কুল ও কলেজ, কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি পরিদর্শনের বাইরে তিনি এখানে ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত ‘সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম’ এর ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন। তার আগে তিনি ভারতেশ্বরী হোম্‌সের সবুজ প্রাঙ্গণে তৈরি সুদৃশ্য খোলা মঞ্চে উপস্থিত হলে সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে করতালির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানান। এই সময় তাঁর সম্মানার্থে ভারতেশ্বরী হোম্‌সের ছাত্রীরা মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ ও শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে তিনি এক মূল্যবান ভাষণ দেন। সেদিনের ভাষণে তাঁর সম্মানে আয়োজিত কুমুদিনীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেন, ‘আপনারা মার্জিত, শৃঙ্খলা ও শারীরিক শৈলীর অপরূপ মিশ্রণে সাজানো এক অসাধারণ অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছেন’। তিনি আরও বলেন, ‘আপনাদের হৃদয়গ্রাহী মেধা ও পরিশ্রম দেখে আমি সত্যিই অভিভূত’।

তিনি সর্বশেষ বাংলাদেশে এসেছিলেন ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। তখন এক সাংবাদিক প্রণব মুখার্জিকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কোন ঘটনা আপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়?’ তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত’।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা বাংলাদেশের এই ‘প্রকৃত বন্ধু’র মহাপ্রয়াণে শোকগ্রস্ত। আমরা উদার হৃদয় এই মহান বাঙালির আত্মার চির শান্তি কামনা করি। আর তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

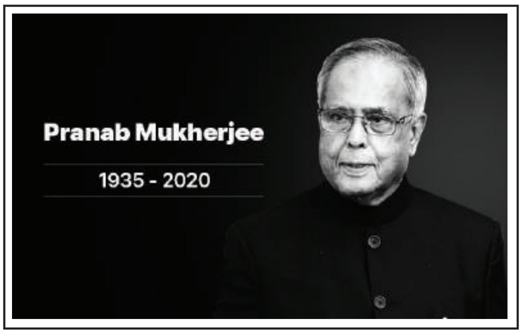

Pranab Mukherjee (1935-2020)

Passing away of veteran politician Pranab Mukherjee

Pranab Mukherjee, a veteran political figure of the subcontinent, former President of India and according to the Prime Minister Sheikh Hasina 'a true friend' of Bangladesh, passed away on August 31 at the Army Research and Referral Hospital in Delhi. He was the first Bengali President of India. His father-in-law's home is in Narail, Bangladesh. His late wife Shuvra Mukherjee was born in Narail. Pranab Mukherjee was awarded the ‘Bangladesh Liberation War Award’ in March 2013 for his outstanding role in the liberation war of Bangladesh.

President of Bangladesh Md Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina have expressed deep grief over the death of Pranab Mukherjee. A day of state mourning was observed in Bangladesh on his death.

It is mentionable that on March 5, 2013, Pranab Mukherjee visited Kumudini Complex in Mirzapur to inspect the remarkable works and various installations of Shaheed Philanthropist Ranada Prasad Shaha. Apart from visiting Kumudini Hospital, historic school Bharateswari Homes, Nursing School and College, Kumudini Women's Medical College, etc., he also laid the foundation stone of an 'Integrated Waste Management System' funded by the Government of India. Earlier, when he appeared on the open stage in the green courtyard of Bharateswari Homes, people from all walks of life greeted him with applause. During that time, the students of Bharateswari Homes performed captivating parades and physical exercises in his honour.

Speaking on the occasion, Shri Mukherjee was impressed by the Kumudini reception held in his honour and said, "You have presented an extraordinary event decorated with a unique blend of elegance, discipline and body style”. He added, "I am really impressed by your heartfelt talent and hard work."

He last came to Bangladesh in January 2018. A journalist asked Shri Mukherjee, ‘Which event in your long political life seems to be your most important?’ He replied that the moment of Bangladesh’s victory in the liberation war was the best moment of my political life’.

Every member of Kumudini Welfare Trust is deeply saddened by the loss of this 'true friend' of Bangladesh. We, with a generous heart, wish eternal peace to the soul of this great Bengali and also express our sincere condolences to his bereaved family.

দুর্ঘটনায় কেপিএল-এর দুই এমপিও'র মৃত্যু

১

কুমুদিনী ফার্মা লিমিটেড-এর অডিট অফিসার সুব্রত বণিক (৩০) গত ২০ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা জেলার গৌরীপুরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত।

ঐদিন অপরাহ্নে সুব্রত বণিক–এর মরদেহ কুমুদিনীর গুলশান অফিস প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হলে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, পরিচালক শ্রীমতী সাহা ও শম্পা সাহা সহ তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সুব্রতকে শেষ বিদায় জানান।

পিতামাতার একমাত্র পুত্র সন্তান সুব্রত ২০১৭ সালে ২২ জুলাই কুমুদিনী ফার্মায় চাকুরিতে যোগদান করেন। তার বাড়ি মির্জাপুর উপজেলার কদিম দেওহাটা গ্রামে। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

২

গত ৩ এপ্রিল কুমুদিনী ফার্মা লিমিটেড এর কুমিল্লা অঞ্চলের এমপিও মো. ইব্রাহীম হোসেন বায়েজিদ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৯ বছর।

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানাধীন দুর্গাপুরের বাসিন্দা মো. ইব্রাহীম ২০১৯ সালের ৩ মার্চ কুমুদিনী ফার্মায় এমপিও হিসেবে যোগদান করেন।

তার অকাল মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত। আমরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। ●

Subrata Banik

Ibrahim Hossain Bayazid

Two MPOs of KPL Die in Road Accidents

1

Subrata Banik, 30, an Audit Officer of Kumudini Pharma Limited, died in a tragic road accident at Gauripur in Kumilla district on 20 February 2020. Officials and employees of all levels of Kumudini Welfare Trust are deeply shocked and saddened by his untimely death.

When the body of Subrata Banik was brought to the Kumudini Gulshan office premises that afternoon, a tragic scene unfolded. The Managing Director of the Trust Rajiv Prasad Shaha, Directors Srimati Shaha and Shampa Shaha and other members of their family bid farewell to Subrata.

Subrata, the only son of his parents, joined Kumudini Pharma on July 22, 2016. His home is in Kadim Deohata village of Mirzapur upazila. We extend our heartfelt condolences to the bereaved family and pray for the salvation of the departed soul.

2

On April 3, Kumudini Pharma Ltd Kumilla MPO Ibrahim Hossain Bayazid died in a tragic road accident. He was 29 years old at the time of his death.

Ibrahim a resident of Durgapur of Chauddagram Police Station of Kumilla joined Kumudini Pharma as an MPO on March 3, 2019. Officers and employees of all levels of the organization are deeply shocked and saddened by his untimely death. We extend our heartfelt condolences to the bereaved family and wish peace to his departed soul. ●

Eid-ul-Fitre congregation inside Mirzapur Kumudini, Complex maintaining social distancing due to Corona.

কুমুদিনী হাসপাতাল
চিকিৎসা পরিসংখ্যান
জানুয়ারি-এপ্রিল : ২০২০

টিকাদান কর্মসূচি

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
পোলিও	৪২	৩৬৪	৩৪৮	২৫৭
টিটি	১৩৯	১৯১	১৪৩	৪০
বিসিজি	২০০	৫০	১৬২	৯৯
রুবেলা	২৬৯	২৩৫	১৬০	১০২
প্যান্টাভ্যালেন্ট	৪৫৫	৩৫৬	২৯৬	২৪২
পিসিভি	৪৫৫	৩৫৬	২৯৬	২৪২
এফ,আই,পি,ভি	৩২০	২৩৪	২০৯	৮০

হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
ভর্তি	৪৫০১	৩৩২৮	২৮৭৭	৮০৬

বহির্বিভাগে মোট রোগী

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
	২৪০০২	৩১০৩৫	২৯৩১২	৫৩৭৮

হাসপাতালে মৃত্যু

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
	৮৯	১১০	৮৭	৪৭

অস্ত্রোপচার পরিসংখ্যান

সার্জারি

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	৯২	৭৮	৬৯	১৩
সেমি মেজর	১৯	১৩	১২	৯
মাইনর	৩৭৪	৩৯৭	৩৪৩	৩৪

অর্থোপেডিক্স

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	৩৫	২৯	২৩	৪
সেমি মেজর	২৫	১১	১৯	৫
	৬৪১	৫৪৪	৪১০	১৫০

নাক, কান, গলা

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	৫৫	৪৪	৩২	০
মাইনর	৪৯	৮৯	৩৪	০

গাইনি

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	৬৬	৪১	৫২	৯
সেমি মেজর	৪০	৪১	৫৩	১৬
মাইনর	৬	০	২	২

অবসটেট্রিক্স

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	২২০	১৫৮	১৯৩	১০৯
স্বাভাবিক	১৪৮	১১৫	১৭০	৬৩

চক্ষু

অপারেশন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	১৯৮	১৯৮	২১৭	৬

দন্ত

অপারেশন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
মেজর	১৮০	২০৫	১০০	৫
মাইনর	৩২	৪৯	২৭	২

মাইনর অপারেশন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল
বহির্বিভাগ	৭১৯	৮১০	৬৯০	২৪৭

চক্ষু শিবির

ঠিকানা	মাস/তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/১/২০২০	৫২	৮৯	১৪১
পঁচিশমাইল, মধুপুর	১৫/১/২০২০	৫৩	৮০	১৩৩
কালিয়াকৈর, গাজীপুর	১৯/১/২০২০	৫৯	১০০	১৫৯
বাগুটিয়া, কালিহাতী	২৭/১/২০২০	৮	৭	১৫
খড়খড়িয়া, জামালপুর	৭/২/২০২০	২২	৩৫	৫৭
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৮/২/২০২০	৬৯	৯২	১৬১
নগদাশিমলা, গোপালপুর	১১/২/২০২০	১১	১৯	৩০
পঁচিশমাইল, মধুপুর	১৫/২/২০২০	৮৪	৭৮	১৬২
বল্লা, কালিহাতী	১৮/২/২০২০	৪	২৬	৩০
কালিয়াকৈর, গাজীপুর	১৯/২/২০২০	৪৫	৭৯	১২৪
খড়খড়িয়া, জামালপুর	৬/৩/২০২০	১১	৫০	৬১
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৩/২০২০	৮৮	১৭৭	২৬৫
পঁচিশমাইল, মধুপুর	১৫/৩/২০২০	৭৭	১১৫	১৯২

Kumudini Hospital
Treatment Statistics
January-April : 2020

Vaccination Programme

	January	February	March	April
Polio	42	364	348	257
T.T	139	191	143	40
B.C.G	200	50	162	99
Robela	269	235	160	102
Pantavalent	455	356	296	242
PCV	455	356	296	242
F.I.P.V	320	234	209	80

Patient Admitted in Hospital

	January	February	March	April
Admission	4501	3328	2877	806

Out Patient

	January	February	March	April
	24002	31035	29312	5378

Patient Death in Hospital

	January	February	March	April
	89	110	87	47

Surgery

Operation

	January	February	March	April
Major	92	78	69	13
Semi Major	19	13	12	9
Minor	374	397	343	34

Orthopaedics

	January	February	March	April
Major	35	29	23	4
Semi Major	25	11	19	5
Minor	641	544	410	150

E.N.T.

	January	February	March	April
Major	55	44	32	0
Minor	49	89	34	0

Gynae

	January	February	March	April
Major	66	41	52	9
Semi Major	40	41	53	16
Minor	6	0	2	2

Obstetrics

	January	February	March	April
Major	220	158	193	109
Normal	148	148	170	63

Eye

Operation	January	February	March	April
Total	198	198	217	6

Dental

Operation	January	February	March	April
Major	180	205	100	5
Minor	32	49	27	2

Minor Operation	January	February	March	April
Out Patient	719	810	690	247

Eye Camp

Address	Month/Date	Male	Female	Total
Fulbaria, Mymensingh	7/1/2020	52	89	141
Pachimail, Modhupur	15/1/2020	53	80	133
Kaliakoir, Gazipur	19/1/2020	59	100	159
Bagutia, Kalihati	27/1/2020	8	7	15
Kharkharia, Jamalpur	7/2/2020	22	35	57
Fulbaria, Mymensingh	8/2/2020	69	92	161
Nagadashimla, Gopalpur	11/2/2020	11	19	30
Pachimail, Modhupur	15/2/2020	84	78	162
Balla, Kalihati	18/2/2020	4	26	30
Kaliakoir, Gazipur	19/2/2020	45	79	124
Kharkharia, Jamalpur	6/3/2020	11	50	61
Fulbaria, Mymensingh	7/3/2020	88	177	265
Pachimail, Modhupur	15/3/2020	77	115	192

কুমুদিনী হাসপাতাল
চিকিৎসা পরিসংখ্যান
মে-আগস্ট : ২০২০

টিকাদান কর্মসূচি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
পোলিও	৩৬৫	৪৪৩	৪১১	৫৪৭
টিটি	৬৮	১১৩	৯৯	১৬৭
বিসিজি	১৫১	১৯৪	১৪০	২৩৪
রুবেলা	১৭২	২০০	২২৭	২৯০
প্যান্টাভ্যালেন্ট	৩৪৩	৪০৩	৩৮৫	৫০৬
পিসিভি	৩৪৩	৪০৩	৩৮৫	৫০৬
এফ,আই,পি,ভি	১০১	২২৮	১৯০	৩৪১

হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
ভর্তি	১৩০১	১৫৬০	১৭৬৭	২৫০০

বহির্বিভাগে মোট রোগী

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
	৮১৯৩	১২৯২৪	১৪৬১০	২১৫৮৭

হাসপাতালে মৃত্যু

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
	৭৪	৫৯	৭৭	৯০

অস্ত্রোপচার পরিসংখ্যান

সার্জারি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	২৮	২৯	৫৫	৫৮
সেমি মেজর	৯	১৭	১২	১৮
মাইনর	৮৮	১৩৬	১৬৫	২১৮

অর্থোপেডিক্স

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১২	২৬	৩১	৩৭
সেমি মেজর	১০	১৬	২০	১২
	২০৫	৩৮৭	৪১২	৪৩১

নাক, কান, গলা

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১	৮	১৭	২৪
মাইনর	৩০	৪০	৩৭	৫৭

গাইনি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৮	১০	১৭	২৯
সেমি মেজর	৩৩	৩৯	৩৫	৩০
মাইনর	০	০	১	৪

অবসটেট্রিক্স

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১৬১	১২৩	১৮১	২১৩
স্বাভাবিক	১০০	১০৬	১১২	১৩৮

চক্ষু

অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১৬	৮১	৯৬	১৭৬

দন্ত

অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৪৪	২৯	৫১	৭৮
মাইনর	৪	৫	১৯	১৫

মাইনর অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
বহির্বিভাগ	৩১৯	৪৬৭	৪৪১	৬০৩

চক্ষু শিবির

ঠিকানা	মাস/তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৭/২০২০	৪০	৪০	৮০
পঁচিশমাইল, মধুপুর	১৫/৭/২০২০	২২	৫১	৭৩
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৮/৮/২০২০	৪২	৫৯	১০১
পঁচিশমাইল, মধুপুর	১৬/৮/২০২০	৪০	৫৫	৯৫

Kumudini Hospital
Treatment Statistics
May-August : 2020

Vaccination Programme

	May	June	July	August
Polio	365	443	411	547
T.T	68	113	99	167
B.C.G	151	194	140	234
Robela	172	200	227	290
Pantavalent	343	403	385	506
PCV	343	403	385	506
F.I.P.V	101	228	190	341

Patient Admitted in Hospital

	May	June	July	August
Admission	1301	1560	1767	2500

Out Patient

	May	June	July	August
	8193	12924	14610	21587

Patient Death in Hospital

	May	June	July	August
	74	59	77	90

Surgery

Operation

	May	June	July	August
Major	28	29	55	58
Semi Major	9	17	12	18
Minor	88	136	165	218

Orthopaedics

	May	June	July	August
Major	12	26	31	37
Semi Major	10	16	20	12
Minor	205	387	412	431

E.N.T.

	May	June	July	August
Major	1	8	17	24
Minor	30	40	37	57

Gynae

	May	June	July	August
Major	8	10	17	29
Semi Major	33	39	35	30
Minor	0	0	1	4

Obstetrics

	May	June	July	August
Major	161	123	181	213
Normal	100	106	112	138

Eye

Operation	May	June	July	August
Total	16	81	96	176

Dental

Operation	May	June	July	August
Major	44	29	51	78
Minor	4	5	19	15

Minor Operation	May	June	July	August
Out Patient	319	467	441	603

Eye Camp

Address	Month/Date	Male	Female	Total
Fulbaria, Mymensingh	7/7/2020	40	40	80
Pachismail, Modhupur	15/7/2020	22	51	73
Fulbaria, Mymensingh	8/8/2020	42	59	101
Pachismail, Modhupur	16/8/2020	40	55	95

Published by Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd. 86, Sirajuddowla Road, Khanpur, Narayanganj, Bangladesh. Tel: 7633545, 7635030, 7635051, 7635052, Fax: 880-2-7635024
e-mail: kumudini@dandylink.com, kwtdhaka@kumudini.org.bd, website : www.kumudini.org.bd